প্রথম সংস্করণ, জ্যৈষ্ঠ ১৩৬৭
প্রকাশক, গ্রন্থকার
৩৬১ নেপিয়ার টাউন, জব্বলপুর

প্রচ্ছদপট : সুধেন্দু চন্দ

মুদ্রক :
প্রাচী প্রেসের পক্ষে
সত্যপ্রসন্ন দত্ত
৩২, পটলডাঙ্গা স্ট্রীট, কলিকাতা-৯

মধ্যাহ্ন -
- মাধবী

এই সব কবিতা বিভিন্ন সময়ে

পূর্ব্বাশা

প্রবাসী

জয়শ্রী

তরুণের স্বপ্ন

চিত্রাঙ্গদা

উত্তরসূরী

উচ্চারণ

উত্তরঙ্গ

একক

এষা

ধ্রুপদী

অমৃত

কবি ও কবিতা

আধুনিক কবিতা

বহ্নিশিখা

সবুজ শিক্ষা

নক্ষত্রের রাত

বক্তব্য

কালপুরুষ

কৃত্তন

গঙ্গোত্রী

যাত্রী

বাংলা কবিতা সংকলন প্রভৃতিতে বেরিয়েছে।

উৎসর্গ

সঞ্জয় ভট্টাচার্য্য

অবিস্মরণীয়েষু

সূচীপত্র

মধ্যাহ্ন-মাধবী

চড়া-রোদে মধ্যাহ্ন আকাশ :
তাওয়ার মতন পুড়ছে
দ্বিধান্বিত মাধবী আমার
এখন ফুটবেনা। ছ্যাখো শ্যাম দুর্ব্বাঘাস
বিবর্ণ কঙ্কাল। সূর্যে
বিশ্বাস রেখেছি তাই মেঘ নেই মনে
অপরাহ্ন আলো আর তুমি
এখানে চেয়োনা। সুর এখন বাজবেনা
ভৈরবী-পরজে-ইমনে।

আষাঢ়ান্ত বেলার মৌশুমী
নিরুদ্দেশ। কেন ফের কোমল গান্ধারে নড়ে-চড়ে
কেবলি আলাপ করছ? মাধবী সাজবেনা
পল্লবিত প্রসাধনে। অবেলায় মীড়ের মোচড়ে
যতই যন্ত্রণা দাও রমকে-গমকে
ছোঁবেনা তোমার সুর আমার সম-কে।

এবার সমুদ্রে যাব

তোমার নৌকা থেকে আমাকে নামিয়ে দাও
এবার সমুদ্রে যাব আমি...
তরঙ্গ-সঙ্কুল হিংস্র নিষ্ঠুর সমুদ্রে আমি যাব
দুর্জয় সাহস নিয়ে সৌহার্দ্যের রত্নদ্বীপে তুমি যেতে পার।

মমতাকে বড় ভয়, প্রেমকে সন্দেহ
শক্তিতে বিশ্বাস নেই, আসক্তিতে প্রবল অনীহা
ঈশ্বর খুঁজিনা আমি খুঁজিনা শয়তান-ও
সমস্ত হৃদয়-বৃত্তি নিরর্থক সংলাপের চতুর বিন্যাস।

জীবনে সম্মোহ নেই মৃত্যুকে অনীহা
দেবার প্রতিভা শেষ নেবার দেখিনা প্রয়োজন
তোমার নৌকা থেকে আমাকে নামিয়ে দাও
এবার সমুদ্রে যাব আমি...
তীর নয় তরী নয় ভয়াল সমুদ্রে আমি যাব
দুর্মর দুরাশা নিয়ে সৌভাগ্যের রত্নদ্বীপে তুমি যেতে পার।

ক্ষান্ত কর

কুঠার তোমার ক্ষান্ত কর ঐ লোভের কুঠার
আমার একাকী বৃক্ষ নিরাময় শ্বেত চন্দনের
শান্তির নির্বেদে স্নিগ্ধ সমর্পিত ছুঁয়োনা তোমার
লোভের কুঠার দিয়ে : ক্ষান্ত কর সুতীক্ষ্ণ কুঠার!

তোমার অশেষ প্রাপ্তি : জলস্থল-অন্তরীক্ষ জুড়ে
ঐশ্বর্য-সৌহার্দ্য-প্রেম-সুখশান্তি অনন্ত বিস্ময়
দুর্জয় সাহসে মূর্ত উচ্চাশার স্বর্ণময় চূড়া...
আমার নির্জন বৃক্ষে সৌরভের নম্র নিবেদন
ফল-ফুল-শস্যহীন—তবু কেন লোভের কুঠার?

সমস্ত তোমাকে

সমস্ত তোমাকে দিতে পারতাম, সমস্ত একদা
প্রেমে ও প্রত্যয়ে দীপ্ত রত্নময় হাজার-হুয়ারী
প্রাসাদ-রহস্য। আজ সিংহদ্বারে মর্চেধরা তালা
ভয়াবহ নীরবতা। চামচিকের প্রেতিনী-উল্লাস।
চন্দন কপাট নেই...মণিময় চন্দন কপাট···
উই-এর নিশ্চিন্ত ঘর। মৃতদেহ অগুরু-কস্তুরী
বিস্মৃতি-বিলীন। কোনো আশ্চর্য স্বপ্নের ঘ্রাণ খুঁজে
আহত আত্মাকে পীড়াপীড়ি করা ব্যর্থ হুরাশায়।

সমস্ত তোমাকে দিতে পারতাম, সমস্ত একদা
অথচ জীবন আজ মনে হয় ভুল-ঠিকানায়
প্রেরিত চিঠির বন্ধ নীল খাম, হাত থেকে হাতে
ঘুরে ঘুরে বড় ক্লান্ত, দিশাহারা গর-ঠিকানায়।

আর কেন ভালবাসা

কী সংবাদ ভালবাসা ফের কেন করাঘাত
বুকের কপাটে ?
সময়ের বালি উড়ে ঢেকে দিলে চালচিত্র
পিঁড়ির আল্পনা
শিয়রে ফুলের শব বুক পুড়ে গেছে প্রদীপের
শতছিন্ন চেলাঞ্চলে বাসরে কে ফিরে যাবে বল ?

আর কেন হাতছানি ভালবাসা চোখের ইঙ্গিতে
বন্দরে অনেক ভীড়
মালবাহী জাহাজের তোখোড় ব্যস্ততা
আমদানী রপ্তানির প্রাত্যহিক আবিল নদীতে
নৌকা-বিলাসের সাধ বড় মারাত্মক রসিকতা।

কার মালা ঝরে গেল···কে হারালো কার অভিজ্ঞান'
এ সব পুরোনো গল্পে বিন্দুমাত্র কৌতুহল নেই।
শফরীর মত মিছে ঢেউ তুলছ জলের গণ্ডূষে
ফিরে যাও ভালবাসা আমি আর দরজা খুলবনা।

এবং পারিনা

এবং তোমাকে আমি ক্রমাগত ঝেড়ে ফেলতে চাই
কিছুতে পারিনা। তুমি দেয়ালের মত বন্দী করনি আত্মাকে
তবু নিরন্তর আমি জর্জরিত নিরন্ত ব্যথায়
চোখের মণিতে ক্ষুদ্র এককণা বালির মতন।

যে-যন্ত্রণা দাও তুমি দৃশ্যমান তার নিষ্ঠুরতা
নয়ক। টাগ্‌রায়-বেঁধা যেন সূক্ষ্ম কাঁটার দাপট
জীবনের সচলতা প্রতিপদে করে প্রতিহত।

এর চেয়ে ভালো ছিল তীক্ষ্ণমুখ আমুল প্রোথিত
ছুরির যন্ত্রণা। তার দুর্বিষহ বীভৎস গ্লানি-ও
বহুমূল্য সমবেদনাকে টেনে আনত অনায়াসে।
কিন্তু তুমি সুকৌশলে নিপুণ নিষ্ঠুর চাতুর্যের
প্রয়োগে দিয়েছ মুছে চতুর্দিকে মায়ার সংসার।

অথচ কেউ কি থাকে

আমি কি জানিনা ? জানি কত্ত তুচ্ছ তবুও সহজে
ছাড়তে পারি কি ? বলি : থাক আহা মায়ার সংসারে
মাটির পুতুলগুলো। ভাঙা-চোরা ছেঁড়া-খোঁড়া বস্তুর বিন্যাসে
অক্ষত-আকাঙ্ক্ষা নিয়ে চিরদিন বাঁচুক। অবুঝ
খেলুড়ির মত খুঁটে খুঁটে তুলি প্রেমহীন কলসীর কানা।
যে-বাঁশী বাজবেনা আর—তা-ও রাখি উষ্ণমী ওষ্ঠের
ঘনিষ্ঠ উত্তাপে। ম্লানবর্ণ সেই প্রিয় ছবিটাকে
বাঁধাই সোনার ফ্রেমে। পুরনো খাতাকে ঢেকে রাখি
উজ্জ্বল মলাটে। গন্ধহীন শুষ্ক গোলাপ স্তবকে
সযত্নে গোপনে ঢালি স্মৃতির কস্তুরী।

অথচ কেউ কি বাঁচে ? কিছু বাঁচে ? প্রাণের উত্তাপে ?
রক্তের নিষ্ঠায় কিংবা বিশ্বাসের অসাধ্য সাধনে ?
কেউ কি সত্তায় ফেরে ? পরিপূর্ণ প্রাপ্তির ভুবনে ?
অপরিবর্তন-অর্ঘ বুকে করে অনুতপ্ত প্রেমিকের মত ?
কলার ভেলায় ভাসা বেহুলা সতীর হাতে
বাজে মৃত অস্থিময় পাশা।

অকাল বর্ষণে

অকালে নামলো বৃষ্টি রিমঝিম…তোমার স্মৃতিরা
আমাকে বাজিয়ে গেল দ্রুত লয়ে…উপদ্রুত মন
দলিত মথিত স্নায়ু। দেয়ালে কী দীর্ঘতর ছায়া
ক্রমশঃ নিকট হল : স্পষ্ট যেন কত কাছে আছ।
সন্ধ্যার প্রায়ান্ধকারে কত কাছাকাছি যেন কত
কাছে ফের ফিরে এলে : বৈদ্যুতিক দ্যুতির উদ্ভাসে
চেতনাকে দগ্ধ করে, যুক্তিহীন চিন্তার চিতায়
আমাকে আচ্ছন্ন করলে বিবেক-বিহীন বাসনারা।

তারপর বৃষ্টি থামলো। ম্রিয়মাণ স্মৃতির সৌরভ
ক্ষীয়মাণ হয়ে এল। ভাঙা-চোরা মুখের দর্পণ :
অন্ধকার পুঞ্জীভূত অন্ধকারে ক্রমশঃ তোমাকে
গ্রাস করলে। কোনদিন এত কাছে সত্যি কি আসোনি ?

কেমন অব্যর্থ ঘটে গেল

সমস্ত মঞ্চের মত কেমন অব্যর্থ ঘটে গেল :
দেখা হওয়া, কাছে আসা, বুকে পেয়ে পলকে হারানো
সমস্তই লহমায় ঘটে গেল···অথচ এখনো
পটক্ষেপ হল কই অরুন্তুদ অন্তিম দৃশ্যেতে ?
দর্শকসমাজ তবু ঠায় বসে নির্ব্বোধের মত !

যে যার নিজের মত চটুল সংলাপে মত্ত হয়ে
বিদ্রূপে-বিতর্কে হাস্যে—চীনে বাদামের ঠোঙা হাতে
নিতান্ত নিশ্চিন্তে যেন বসে আছে : রক্তের উৎসব
পাথরে হোঁচট খেয়ে কাঁধে চড়ে শ্মশানে চলেছে
সজ্জিত দৃশ্যের মত প্রচুর বাহবা বিঘোষিত
বিন্যাস কৌশলে। আহা, আলোগুলো কেন নিভছেনা

সূর্যমুখী

যখন যেদিকে পড়বে প্রাণের উজ্জ্বল রোদ :
জীবন সেদিকে তুলে ধর,
অনির্দেশ্য অন্ধকারে মৃতকল্প শরীরী চেতনা
বিবিক্ত আত্মার গ্লানি, পাণ্ডুর স্মৃতির পাণ্ডুলিপি
তুলে রেখে চেয়ে দ্যাখো : উঠোনের আবর্জনা ফুঁড়ে
নতুন ফুলের স্নিগ্ধ প্রস্তাবনা, প্রথম বৃষ্টির
স্ফটিক জলের আশীর্বাদ। অপব্যয়িত রাত্রির
নিমীলিত তারা-চোখ। নিলীমিত প্রেমিক ভোরের
আলোর প্রণয়-লিপি। নতুন সূর্যের নান্দীমুখ।

সবারি জীবনে থাকবে কিছু বৃষ্টি কিছু ঝড়
বন্যা-বাত্যা-ভূমিকম্প-আঁধি···
এবং আবারো মেঘে মেঘে স্বর্ণ-বর্ণচ্ছটা
কুঞ্জে কুঞ্জে মাধবী-মঞ্জরী,
ধুলায় ধ্রুপদী সত্তা আলোর আরোগ্য-স্নানে
সদ্যপাতী ঋজু সূর্যমুখী।

সব ভুলে গেছি

সবকিছু ভুলে গেছি কেননা আমাকে
সবকিছু ভুলতেই হবে··· ··· ···
ঃ রোদ্দুর যে-ফুলটাকে শুকাতে পারলনা
ঃ ঝড় যে-প্রদীপশিখা নেভাতে পারলনা
ঃ আকাশ যে-পাখীটাকে হারাতে পারলনা
সে সব আশ্চর্য-প্রাণউজ্জ্বলতা সাহসের ছবি
আমি কিছুতেই মনে রাখতে পারিনা আজকাল।

সকালের গরম কফির সুখ
রাত্রের নরম বিছানার আয়েস
বর্ষায় বন্ধ গাড়ীর বাসনা
গ্রীষ্মের খোলা বারান্দার ব্যসন

শীত গ্রীষ্ম নির্বিচারে অত্যজ্য ঃ
সংবাদ-পত্র বেতার যন্ত্র টেলিফোন সিনেমা
হিসাবের খাতা দেয়ালঘড়ি ক্যালেণ্ডার ক্যাটালগ
এই সব দেখে শুনে অন্যান্য সমূহ বস্তু
দেখতে শুনতে কবে ভুলে গেছি।

তাই রোদ্দুর যে-ফুলটাকে...
ঝড় যে-শিখাটাকে···
আকাশ যে-পাখীটাকে···
হৃদয় যে-অনুভব···
না, না আমি কিছু মনে রাখতে পারিনা আজকাল।

রোদ্দুর দেখিনি

কতদিন যেন কতদিন আমি রোদ্দুর দেখিনি
জিরেনিয়ামের ডালে জিরোয় যে অলস রোদ্দুর
দাঁড়াইনি জ্যোৎস্নার ভিতরে : ভেসে অগাধ জ্যোৎস্নায়
: পাখীর সংসারে কিংবা গাছের সংসারে
কিংবা মাছের সংসারে
লোভী বিড়ালের মত বাড়াইনি হাত।
বসে আছি জবুথবু শীত-তাপ-নিয়ন্ত্রিত শান্তির বিবরে :
ঠায় বসে আছি সব ঝর্ণা-নদী-সমুদ্র কল্লোল থেকে
চোখ কান বুঁজে
বাল্মীকির প্রতিভায় মগ্ন আছি উই-এর প্রণয়ে।

এখানে আসবেনা ঝড়
মাতাল উল্লাসে দস্যু-তাতারের মত :
সর্ব্বোচ্চ শিখর হতে পাতাল ভৈরবী লাস্যে
ঝাঁপ দিতে মৃত্যুর মাতনে…

এখানে সমস্ত ঋতু ঘুমের ওষুধ খেয়ে
কবে যেন নিঃশব্দে মরেছে।

কেননা রোদ্দুর আর ছোঁয়না, আমাকে ভুলে
ছোঁবেনা কখনো
রক্তের জ্যোৎস্নায় ভেসে স্বপ্নের সমুদ্র ছুঁয়ে
ভালবাসা রোদ্দুরের মত।

শাদা ঘর

তোমার শাঁখের মত শাদা ঘরে
বসে বসে মনে হল
রং যেন তোমার হাতে পেয়েছে কঠিন
নির্বাসন-দণ্ড।
রঙীন মনটিও বুঝি গেছে সহমরণে।

ঘরের সিলিং থেকে মেঝে পর্যন্ত
পর্দা থেকে পাপোষ
ফুল থেকে ফুলদানি
কার্পেট থেকে কৌচ অবধি
সর্ব্বত্রই শাদার উদার বিস্তৃতি
উদারা—মুদারা—তারায় উচ্চকিত।

কোথাও নেই বর্ণ-সাঙ্কর্য।
তুমি নিজেও নির্বিশেষে মিশে গেছ
ঐ শাদার ঐকতানে।

কিন্তু তবু লাগছেনা সহজ সুর কোথাও
রংবেরঙের পেখমহারা শাদা ময়ূরকে
যেমন মনে হয়
অপ্রকৃতিস্থ প্রকৃতির খেয়াল।

চোখে অপরিচিত লাগে : অপরাজিতার শুভ্রতা
শাদা জবাকে এ্যালবিনোর মত অস্বাভাবিক।
মনে হয় ও-গুলো ওদের মুখ নয় মুখোশ।

একদিন তোমার এই ঘর ছিল :
জীপ্‌সি মেয়ের মতন বর্ণোচ্ছলা
আজ শাঁখা-ভাঙা বিধবার মতন রিক্ত।
নীল ডিস্‌টেম্পর-করা দেয়ালে
নীলাকাশকে ডেকে এনেছিলে তুমি
সবুজ পর্দায় প্রকৃতির শ্যামাঞ্চল
আর শার্সির কাঁচে রামধনুর ইশারা।
উজ্জ্বল রঙের স্রোতে ভেসে যেত ঘরখানা
আর উচ্ছল প্রাণের স্রোতে : তুমি।

ছিল ঘাস-রং কার্পেটে ঢাকা মেঝে
বাসন্তী রং ঢাকনিতে ঢাকা চৌকি
আর রুপোলি ফুলদানিতে
টকটকে লাল গোলাপ।
সমস্ত প্রকৃতির রঙের বাহার ছিল
তোমার পরিমণ্ডলে
বেশের আর পরিবেশের বর্ণাভাসে।
আজ একটির পর একটি পালক খসিয়ে
তোমার ঘর :
নীরক্ত মুখের মত আছে তাকিয়ে।

মৃত্যুর রঙ শাদা কিনা জানিনা
অন্তত: জীবনের রঙকে শাদা বলে
পারিনা ভাবতে।
আজ রঙের খিদেয় তোমার ঘর শুকিয়ে উঠেছে
এ্যানিমিয়ার রোগীর মত।
তোমার মন-ও হয়ত ভুগছে রক্তশূন্যতায়।

আমি রং ভালবাসতাম
তাই রঙ-কে দূরে সরিয়ে
আমাকেও ঠেলে দিয়েছ দূরে

তোমার চারদিকে নিষেধের মত
টেনে দিয়েছ শাদার গণ্ডী।
আর কোনোদিন সেটাকে পেরিয়ে
হাত উঠবেনা তোমাকে ছুঁতে।

বাজি

'এবং হাতের দান ফেলে দিলে বাজি ফেরাবার
পথ বন্ধ।' এই সত্য ভুলতে চাইলেও
প্রতিপক্ষ কদাচ দেবেনা।
এবং তোমার হার শেষ রায় অবধারিতের।

অবশ্য ব্যাপারটাকে নিতান্তই ঘুরিয়ে ত্থাখো যদি
পরিণামে থাকবেনাক খেদ :
যেহেতু কোনো না কোনও ভাবে সব হার-ই
সুনিশ্চিত জয় মনে হবে।
এক-ই মুদ্রার হুটি উল্টো-পাল্টা পিঠ।
সুতরাং হারবার ভয় কিংবা জয়ের গৌরব
স্থিতপ্রজ্ঞ হৃদয়ের সমদর্শিতায়
যদি ত্থাখো : ধূর্ত মাছরাঙাটাকে ঠিক
মনে হবে : নিরাসক্ত নীলকণ্ঠ পাখী।

নিশিপদ্মা

দিনের রুক্ষ প্রখরতায়
সত্তায় ছড়িয়ে থাকো তুমি
অণুপরমাণুতে মিশে।

স্পর্শে পাই না তোমাকে
গন্ধে মোহাচ্ছন্ন করনা আমাকে।

আর সন্ধ্যা যেই
আকাশের সিঁড়ি বেয়ে
এক পা এক পা করে নামতে থাকে,

বিন্দু বিন্দু মধুর মতন
কী করে সঞ্চিত হয়ে ওঠ
সঙ্গোপনে অদৃশ্য মৌচাকে।

তারপর গভীর রাত্রি যখন
নিবিড় নীল পদ্মের মতন
একটি একটি করে
পাপড়ি মেলে দেয়

তখন সংহৃত হয়ে ওঠ
একটি উজ্জ্বল
আলোক-বিন্দুতে
আমার উন্মুখ
চেতনার প্রদীপে।

আর জ্বলতে থাকো
জ্বলতে থাকো
আমার দেহে-মনে-স্মৃতিতে
ধ্রুব জ্যোতির মতন
সারারাত···সারারাত।

সমস্ত প্রশ্নের অন্তে

যে-পারে সে-পারে তুই পারবিনে কখনো আমি তোকে
পারতেও বলবনা, ওরে অস্থিতে অস্তিত্বে সঙ্গোপনে
ষড়যন্ত্রকারী তোর সন্ধিহীন সর্ত্তে সন্দিহান
সমস্ত প্রশ্নের অন্তে সেই সত্য থেকে যাবে স্থির
নষ্ট ভ্রষ্ট জিজীবিষা কার রক্তে ধুতে চাস হাত ?

একদিন ছিলি প্রেম, তারপর কুটিল সংশয়
তারো পরে ঈর্ষা-দ্বেষ-ঘৃণার অসংখ্য বর্ণারোপে
বহুরূপী যাদুকর নাটমঞ্চে মুক্ত তরবারি
সিংহসন ছেড়ে কোন ক্লেদাক্ত নরকে নেমে এলি ?
তবু কি পারলি তুই ওরে ছদ্মবেশী ভালবাসা
শয়তানী মুখোশে ঢাকতে পারলি তোর ঈশ্বরের মুখ ?

যে-পারে সে-পারে তুই পারবিনে কখনো আমি তোকে
পারতেও বলবনা। তোর গলরজ্জু যদি পুষ্পমালা
হতে চায় লজ্জা নেই। কিংবা দীর্ঘ শাণিত নখরে
পূতিগন্ধময় পঙ্ক হয় পূত-চন্দনের লেখা।

জীবনে যন্ত্রণা থাক

জীবনে যন্ত্রণা থাক। যন্ত্রণা-ই আমাকে তোমার
কাছাকাছি নিয়ে আসে। আমোদ প্রমোদ হুল্লোড়ের
চক্রব্যূহ ভেদ করে আকস্মিক অভ্রান্ত শায়কে
বিদ্ধ করে চেতনায় আনে এক অচেনা আস্বাদ
আমি রক্তচন্দনের টিপ পরি নীরক্ত কপালে।

জীবনে সমস্ত সুখ পোষমানা। সৌখীন পোষাকে
ঘুরে ফিরে আসে যায়ঃ পুতুল নাচের ইতিকথা
পৌনপুনিকতা-ক্লিষ্ট। যন্ত্রণার পীড়নে হঠাৎ
আবিষ্কার করি মুখ অপিহিত হিরণ-পাত্রের।

জীবনে যন্ত্রণা থাক। যন্ত্রণা-ই তোমার আমার
মধ্যের দেয়াল ভাঙে। যন্ত্রণার ভয়ে কাঁটা হয়ে
যে-রক্ত গোলাপ আমি ফোটাতে ভুলেছি তা-ও ফোটে
স্তবকে স্তবকে উচ্চারিত হয় আকাশের স্তব।

এখনো সম্রাট

(রবীন্দ্রনাথকে নিবেদিত)

এখনো সম্রাট তুমি।
মহামন্ত্রী সেনাপতি প্রহরী-ঘাতক
বিদূষক-দৌবারিক : সব পার্শ্বচরিত্রের প্রাণান্ত প্রয়াস
তোমার সৌকর্যে ম্লান। মৌল মহিমায় স্থির খরদীপ্তিবহ
সূর্যের নিয়মে তুমি।
বিস্মিত বীর্যকে ধরে আত্মার দর্পণে
প্রেরণায় আমি বিম্ববতী।

তোমার সাম্রাজ্যে তুমি অদ্বিতীয় এখনো একক :
পর্ব্বত-প্রমাণ শক্তি, সমুদ্র-গভীর ভালবাসা
আরণ্যক সজীবতা, আকাশের পরিশুদ্ধ আলো
দু'হাতে বিলাতে পার। তাই অন্য সব কুশীলব
কুশলী সংলাপে বিদ্ধ অথবা বিভ্রান্ত করতে আর
পারবেনা আমাকে।. তুমি চতুরঙ্গে এখনো সম্রাট
প্রবেশে-প্রস্থানে-অবস্থানে মৌল মহিমায় স্থির
সূর্যের নিয়মে। আমি বিস্মিত শৌর্যকে রেখে রক্তের দর্পণে
প্রেরণায় হব বিম্ববতী।

কে যেন আমাকে

কে যেন আসবে বলে লোভ দেখিয়ে গিয়েছে কে যেন...
আমাকে বসিয়ে রেখে গেছে কবে দ্বারের সিঁড়িতে।
উপরে উঠতে দ্বিধা কিংবা নীচে নেমে আসতে ভয়
ত্রিশঙ্কু-হৃদয় শূন্যে ঝুলে আছে কার প্রত্যাশিত
পদশব্দে কান পেতে! কে যেন আসবে বলে গেছে।

কে যেন আসবে বলে ভয় দেখিয়ে গিয়েছে আমাকে
অথচ বলেনি নাম কিংবা তার মুখের চেহারা
স্মরণে আসছেনা আর স্মৃতির সৌজন্যে। দেখছি তার
কণ্ঠস্বর-ও ভুলে গেছি। অথচ প্রহর গুণছি তবু
দ্বারের সিঁড়িতে বসে। আসবে বলে গিয়েছে কে যেন

উত্তরণ

সুন্দর করে বলেছিলে :
'মনেব চিবুকে প্রেম যেন এক আশ্চর্য তিল যার জন্য
সমাজ-সংসাবেব সমরখন্দ বোখারা ছাড়া যায়
অবহেলায়'।

মনে হল বলি :
'এ-আশ্চর্য তিলটি কিন্তু আসলে এক বিন্দু
কর্কট রোগ। ক্রমশঃ গ্রাস করে নিতে পারে
বর্ত্তমান ও ভবিষ্যতের নিটোল শবীর দু'টোকে।'
কিছুই বলিনি তোমাকে।...

আপেক্ষা করে আছি তোমার দৃষ্টির রঞ্জনরশ্মির
জন্যে। কবিতার খোলস ছেড়ে জীবন যেদিন
মুখোমুখি ফণা তুলে দাঁড়াবে।

কাগজ-চাপা

ঝড় উঠেছে। কালো হাওয়ার প্রবল ঝড়।
বুদ্ধ-পুর্ণিমার চাঁদ
ঢাকা পড়লো ধুলোর মেঘে।
শকুনি-পাখার ঝাপট
ঝরিয়ে দিল একে একে
পারিজাতের সমস্ত পাপ্‌ড়িকে।
যত সোনার প্রতিশ্রুতি আর প্রস্তুতি,
যত প্রেমের কথা আর ভালবাসার গান-কে
উড়িয়ে নিয়ে ফেল্লে : ডাস্ট বিনে

অমিতাভ! তোমার অমিত আলোয়
করুণাঘন ধরণীতলকে
পারলে কি কলঙ্কশূন্য করতে?
মনের মণিপদ্ম থেকে তুমি যে
নেমে এসেছ মানুষের
প্রয়োজনের টেবিলে
শ্বেত পাথরের কাগজ-চাপা হয়ে :
যুদ্ধের আর মৃত্যুর কালো রিপোর্ট
চাপা দিতে।

চতুঃস্বরম্

এক।

কখনো রাগিনা বুঝি ? কী যে বল আমি কি এখনো
আত্মাকে নিহত করে শুয়ে আছি স্মৃতির কফিনে ?
ভেবেছ জানিনা কত মিথ্যে বলে তোমার লেখনী—
রাগে-অনুরাগে আন্দোলিত হই, সপ্রেমে জপিনে
কারো নাম মহামন্ত্র, কিংবা পরিনির্বাণের হাতে
সঁপিনি এ তনু-মন তিল-তুলসীর অর্ঘ রচে...
নৈরাশ্যে এখনো কাঁদি, চুল ছিঁড়ি ঈর্ষার আঘাতে
তিলেক বিশ্বাসী নইশপথের সপ্রাপ্ত কবচে।

কখনো রাগিনা—একী হতে পারে ! ঈশ্বরের কাছে
তোমার মৃত্যুও চাই : অন্য কারো হয়ে যাও পাছে

দুই

এ কেমন দুঃখ দিলে, যাকে দুঃখ বলে চেনা দায় !
মর্মমূলে নাড়া দিয়ে কী বিপুল ঐশ্বর্য আদায়
করেছে সঞ্চয়ী-মন : হাত ভরে সোনার ফসলে,
আত্মসাৎ করে নিলে কী কৌশলে আর ছলে-বলে
অমেয় অমিয়। তুমি জানোনাও' দুঃখ দিতে চেয়ে
কেন্দ্রীভূত আনন্দ-কে সমস্ত ভুবনে দিলে ছেয়ে।
এবং আত্মার কী যে উত্তরণ অন্ধকার থেকে
অলৌকিক লোকায়তে পরিশুদ্ধ নির্মল বিবেকে।

দিয়েছ অমল দুঃখ হে প্রেম তোমাকে ধন্যবাদ।
যন্ত্রণার ক্রুশ-বিদ্ধ হৃদয় চাইবেনা অন্য স্বাদ।

তিন।

কখনো তুমি কি কচ হতে পার? বরঞ্চ কীচক
তোমার চরিত্র-ধর্ম। অন্তরে-অন্তরে সেও জানি
তাইতো সাহসী হতে পারিনাক' সামাজিক ছক
উল্টে দিয়ে কাছে আসতে অসংকোচে দৃপ্ত দেবযানী—
আকাঙ্ক্ষায় সমুৎসুক হৃদয়ের উদ্ধত খবর
শোনাতে। তোমার প্রেম প্লেটোনিক হবেনা কদাপি:
আমৃত্যু তুষার-পাতে নির্বিকার পাথুরে কবর।
সহাস্যে অকুতোভয়ে তুচ্ছ করবে সব অভিশাপ-ই।

পিপাসার্ত হয়ে যদি চলে আসি কখনো নিকটে
আমাকে ফিরিয়ে দিও উপেক্ষার শুষ্ক বালুতটে।

চার।

আমার সম্মুখে প্রেম, পশ্চাতে স্মৃতির কাঁটাতার
আকাঙ্ক্ষার কালীদহে মুহুর্মুহু প্রাণান্ত সাঁতার
কেটে কেটে রুদ্ধশ্বাস। পথ নেই। মরার বাঁচার
প্রয়াস পার্থক্যহীন। মহাশূন্যে সোনার খাঁচার
পাখীর তৃষ্ণার্ত চোখে: নীল নভ, দূরান্ত জীবন
জল-ছবি মেলে ধরে ধূপছায়া মাঠ-নদী-বন।

আমার এপারে তৃষ্ণা ওপারে তৃপ্তির মরীচিকা
কত মরু পার হব সাক্ষী থাক্ তোমার দীর্ঘিকা।

ঝরাপাতার গান

দিনের পরে দিন চলে যায়, পাতার পরে পাতা
ঝরাই কেবল, ফুল ফোটাব কবে ?
শুষ্ক আমি শূন্য আমি ঋতুর মহোৎসবে।
তুমি কারুকাজের তুমি, চারু সাজের তুমি
আনতে পারো দুরন্ত মৌসুমী...
খরার দেশ জরার দেশ মরার দেশ ছেয়ে
শাখার পরে শাখার সিঁড়ি বেয়ে।
দিনের পরে ঝরাই দিন : শূন্য আয়ুর খাতা।
রাত্রি পারের রাত্রি আসে, স্মৃতি পারের স্মৃতি
ধন্য আমি ! পূর্ণ আমি ! কবে
বলতে পারব অক্ষুণ্ন গৌরবে :
তুমি অনেক আশার তুমি, ভালবাসার তুমি···
ভাঙিয়ে দিয়ে অবসাদের ঘুম-ই
ব্যাধির শেষে, ব্যথার শেষে, ব্যর্থতার শেষে
নতুন-আলোয় আবার দাঁড়াও এসে
হৃদয় হোক উর্বরতার সুস্থ অনুকৃতি।

জন্মদিনে

(সঞ্জয় ভট্টাচার্য্য সমীপেষু)

জন্মের আরম্ভ লগ্নে : আষাঢ়ের মেদুর সকালে
ফুটন্ত রজনীগন্ধা-ডালে
কেউ কি এনেছে বয়ে শুভেচ্ছার প্রীতি ?
আমার টেবিলে নীল খামে কারো সহৃদয় স্মৃতি ?
এ-সংসার নিতান্ত কৃপণ :
নীরব রবাব-বীণা মুরজ-মুরলী—টেলিফোন !
নির্বিকার দিন গেল কেটে
প্রিয় কবিতার বই যত্নে মুড়ে রঙীন প্যাকেটে
সমাদরে পাঠালেনা কেউ
জীবনের হাঁটুজলে লাগলনা সমুদ্রের ঢেউ।
অত্যুক্তি বঞ্চিত ভাষা মিতব্যয়ী-প্রত্যহের মত
প্রসঙ্গতঃ যাকিছু সঙ্গত
এবং শোভন সুষ্ঠু ন্যায্য সমীচীন
তার চেয়ে কিছু বেশী দিলেনাত' এই জন্মদিন।
ইন্দ্রধনুর রং ছড়ালনা নির্লিপ্ত আকাশ
পুষ্পের পরাগকীর্ণ হলনাক' ধূলিমগ্ন ঘাস।
সূর্যাস্তের শরবিদ্ধ মুমূর্ষু বিকেল এল নেমে,
মনে হল : অযাচিত জীবনের প্রেমে
বাঁধা পড়ে বৃথা কাটিয়েছি দীর্ঘকাল...
কী পেলাম ! কী দিলাম ! অবিস্মরণীয় এ-সকাল
দেবে তার কী সালতামামি ?
বিগত-স্পৃহের চোখে বাঁচা কি মরার চেয়ে দামি !

কোথায় যেন

কোথায় যেন বিঁধতে থাকে গোপন কাঁটার মুখ
নড়তে-চড়তে যন্ত্রণাকে ছড়িয়ে দেয় রক্তে !
নিবিড়-নীল স্বচ্ছ স্রোতে পাহাড় ফুঁড়ে ওঠে
নর্মদার অঙ্গে অমর-কণ্টকের মতন ।

স্মৃতি তুমি জোয়ারী দিনে অনেক কুঁড়ি ফোটাও
ভাঁটার দিনে পাশ কাটিয়ে ভয়ে ভয়ে ঝরো
ভাবের মালা ছিন্ন করে ভবিষ্যতের পথ
কাটতে চাও ? বাসি বকুল তাই কি আবর্জনা ?

ঘণ্টা বাজে

ঘণ্টা পড়ে গেছে, ঘণ্টা, প্রদর্শনী শেষের ঘণ্টার
আওয়াজে সমস্ত দরজা খুলে যাচ্ছে। আলোর উচ্ছ্বাসে
স্তব্ধতাকে ছিঁড়ে ভীড় বাইরে যাবে নিরুদ্ধ নিশ্বাসে
তিনঘণ্টা কোথা থেকে কেটে গেছে। বাড়ি ফিরতে হবে

মন্দিরে-ও ঘণ্টা বাজে ভক্তপুরোহিতছাগশিশু
যে যার নিজের ভাগ্য হাতে নিয়ে স্রোতের উজানে
ভেসে আসে এক সঙ্গে, ঠেলাঠেলি মন্দির-প্রবেশে
তিনঘণ্টা পরে কিন্তু কেউ কেউ ফিরতে পারেনা।

আমি ঘণ্টা শুনি রোজ…রক্তের মন্দিরে ঘণ্টা শুনি…
হৃৎপিণ্ডে প্রতিধ্বনি বেজে যায়…ঘণ্টা বেজে যায়…
এবার বাইরে যেতে হবে এই আসন্ন সন্ধ্যায়
কে জানে আমি-ও ফের ঘরে ফিরে আসতে পারব কি না।

সব দ্বার খোলে

সবদ্বার খোলে। সব দ্বার বন্ধ হয়, ফের খোলে·
সুযোগের ছাড়পত্রে যে-কেউ ভেতরে যেতে পাবে
ব্যর্থকাম আনাড়িরা অবিশ্বাসে জল ঘোলা করে।

দ্বার বন্ধ হয় ফের খুলে যায়। বন্ধ হয় ফের ··
সিসেমের মন্ত্র জানলে খুলতে পারে যে-কেউ সহজে
যখন-তখন। আর অন্দরের রহস্য নিবিড়
দৃশ্যকে সঠিক জানতে পারে করতলের মতন
ঘনিষ্ঠ প্রত্যয়ে।
যারা মন্ত্র শিখতে পারেনি এখনো
তারাই বাইরে থেকে ঢিল ছুঁড়ে দ্বার ভাঙতে চায়।

দ্বার খুলতে পার তুমি স্বর্গের-মর্তের-পাতালের
জীবনের মরণের সব গুপ্ত প্রবেশ-পথের
পাপ-পুণ্য-লোভ-মোহ সংশয়ের প্রত্যয়ের দ্বার
খুলতে পার অনায়াসে গূঢ়-মন্ত্রে আস্থা রাখ যদি
হাতল ঘুরিয়ে ঠিক চলে যেতে পার স্ব-ইচ্ছায়
ঈশ্বরের-শয়তানের ব্যক্তিগত নিজস্ব কামরায়।

ঈশ্বরের প্রতি

এ-বর্ষার ভাঙাঘরে ছেঁড়া-খোঁড়া ছাতার মতন
নিছক সান্ত্বনা তুমি। প্রয়োজনে কত নিরর্থক
হতে পার যদি জানতে! পায়ের তলার পাটাতন
সরে যাওয়া জলে তৃণ খণ্ড নও: জপবার নাম।

তবু তোমাকেই মনে রেখে আমরা বিপদ-সঙ্কুল
পথে যাই তুমি রক্তে চিরস্থায়ী এক মুদ্রা-দোষ
বাজিতে সর্ব্বস্ব হেরে প্রাণপণ তোমাকে ভাঙাই
অখণ্ড বিশ্বাসে হাতে রঙের তাসের মত রাখি।

ঘনিষ্ঠ সুদূর

ঘনিষ্ঠ সুদূরে

এখানে আলোর হাতে কম্পিত ছায়ার ঝিলিমিলি :
আন্দোলিত দীর্ঘ-গ্রীবা লিলি
রক্তিম পপির গুচ্ছ, পীত ক্যানা বেগুনী ডালিয়া
সূর্যমুখী দীপ্ত সোনালিয়া।
হেমন্তের ফুলবহ্নি সূর্যমণি-রোদে প্ররোচিত
জল-স্থল বাসনা-খচিত।

এখন তোমার গল্প মনে পড়ে : স্তব্ধ প্রহরের
নির্বাক ব্যথায় বৃত : অতীতের গুদোম ঘরের
দেয়ালে বিবর্ণ ছবি। জীর্ণ চিঠি, গানের কলির
কথায় কান্নার ব্যর্থ ইতিহাস রচনাবলীর
বিমূর্ত বেদনা। তুমি অবকাশে আকাশের সুর
চকিত চমকে আনো। আর থাকো ঘনিষ্ঠ-সুদূর।

অন্তরা

এখানে তুমি আনোনি দিন আকাঙ্ক্ষাকে স্বীয়
কল্পনাতে ছড়িয়ে দিয়ে। আলোর চেতনাকে
সীমিত করে শিল্প-রেখায় অনন্ত ইচ্ছাকে
কী কথা খোঁজ ? সে কথা জানো অনির্ব্বচনীয় !
যে-অনুভূতির মুহূর্তেরা ভালবাসার ঢেউ
তোলেনা প্রাণে আকাশে আনে কালো হাওয়ার স্বর
উথাল-পাথাল খোঁড়ে যে মাথা জানেনা সে ত কেউ
আমার শীত-শীর্ণ ডালে অরণ্য-মর্মর
বাজেনা। ফুলে সাজেনা আর। বন্ধ ঘরের খিল
খুলে ত' তুমি দিলেনা ডাক নির্জনতার নীল-
রাত্রি ভরে রাখোনি জ্বেলে ঃ বেদনা রমণীয় !

যেখানে তুমি এলেনা খুঁজে পেলেনা আরেক মন
সেখানে ছিল। সাজানো ঘরে শুধুই চোখের জল
প্রতীক্ষার মন্ত্রণাকে যন্ত্রণা সম্বল
করেছে। আর হৃদয়ে স্মৃতির রক্ষণাবেক্ষণ
হয়েছে বৃথা। পেলেনা কিছুই অবিস্মরণীয়।

নিজেকে দূরে সরিয়ে নিলে। ঝরিয়ে দিনের সোনা
গিয়েছে বেলা। নিয়েছে রাত আলোর প্রহর কেড়ে
আয়ুর ফিতে গুটিয়ে গেছে। স্নায়ুর লাঞ্ছনা
প্রাত্যহিক বঞ্চনাতে গিয়েছে কেবল বেড়ে।

ফুলের মতন ফোটেনি প্রেম।   কাঁটার মতন ব্যথা
ভাবনা ভরে গিয়েছে ছেয়ে, তবুও প্রত্যাশা
রেখেছি জ্বেলে।   যদিনা মেলে নীড়ের সখ্যতা
উড়াল-ডানার মত্তাবেগে যদি সে সর্ব্বনাশা
ভাঙার গান বাজে ত' বল কী হবে করণীয় ?

এখানে আলো জ্বালোনি।   শুধু ব্যর্থতার হাওয়া
নিবোয় আশা ভালবাসার প্রচণ্ড নিঃশ্বাসে
অতিক্রান্ত স্মৃতি-কে ভুলে অবিশ্রান্ত গাওয়া
প্রীতির গান যায়না তাই অকুণ্ঠ বিশ্বাসে
—মরেই যদি মরতে দাও যা' কিছু মরণীয়।

কে বলে ওর

কে বলে ওর বুকের মধ্যে তুষের আগুন জ্বলে
সমবেদনার প্রান্তে এসে সে কি
ঠাঁই পাবেনা সান্ত্বনাময় করুণ করতলে
আমৃত্যু জ্বলবে কি ?
সব দহনের সমাপ্তিতে তার
ক্ষান্তি হোক শান্তি হোক কঠিন যন্ত্রণার।

কে বলে ওর চোখের মধ্যে অন্ধ আকাঙ্ক্ষার
কাঁপছে ডানা তাইত অমন করে
তাড়িয়ে ফেরে ইচ্ছাকে তার শঙ্কা বারংবার
অন্তরে-অন্তরে।

সকল বাধা অতিক্রমের পরে
শান্ত হোক শান্ত হোক ছায়া-শীতল ঘরে।

এবং একাকী আত্মা

ধীরে ধীরে তৃপ্তি থেকে শঙ্কা থেকে ঈর্ষা অবিশ্বাস
এবং একাকী আত্মা দর্পণের মতন নির্জন
পঙ্গু শিরা-উপশিরা রক্তস্রোত, বিষাক্ত নিঃশ্বাস

ক্রমে ক্রমে প্রেম থেকে ঘৃণা থেকে লজ্জার ঘৃণার
ধ্বংস অবশেষে। আত্মা দর্পনের মতন নির্জন
শতধা বিদীর্ণ প্রিয়-মুখচ্ছবি তুলনাহীনার।

একে একে স্মৃতি-সত্তা-ভবিষ্যৎ সমস্ত অলীক
একাকী বিচ্ছিন্ন আত্মা দর্পণের মতন নির্জন
আবৃত আকাশে অবলুপ্ত সব সৌরময় দিক।

কান্নার রাত

অন্ধকারে হৃদয় যেন ফুলের মতন ফোটে
স্মৃতির ঘন গন্ধ এসে কেবল মাথা কোটে।
বলতে পারিনা তো :
'মুঠো আমার শূন্য তুমি আর কেন হাত পাতো
দেওয়া-নেওয়া ফুরিয়ে গেছে।'
বলতে পারিনা তো।
'ভুলেছ কি' ? এই কথাটি কেবল থেকে থেকে
গুনগুনিয়ে গুনগুনিয়ে বলতে থাকে সে কে ?
'চিনতে পারিনিত...'
'দ্বার খুলোনা—দ্বার খুলোনা' শঙ্কিত স্তম্ভিত,
শিউরে-ওঠা হৃদয় বলে 'চিনতে পারিনি তো !'

দুঃখে-সুখে পলে-পলে এবং তিলে-তিলে
এই পৃথিবী এবং সময় কতই দিলে নিলে
নিপুণ বহুরূপী
জীবন দিলে দু'হাত ভরে চাওয়া-পাওয়ার স্তূপ-ই
ছায়ার মতন সরে গেল কখন চুপি চুপি।
অন্ধকারের অন্তরালে কান্না বেজে ওঠে
গভীর ব্যথার প্রতিধ্বনি তারায় তারায় ফোটে
কইতে পারিনাকো :
'বহু যুগের ওপার থেকে আমায় কেন ডাকো ?
আর ডেকনা—আর ডেকনা। সইতে পারিনাকো।'

সে তোমার ইচ্ছামৃত্যু

সে যদি আবার আসে তাকে তুমি ফেরাতে কি পারো ?
মন্ত্রমুগ্ধ দেহমন স্পর্শে তার সাড়া দেয় যদি
উদ্যত খড়্গের মত বাহু তার তোমাকে আবারো
হিংস্র আকর্ষণে টেনে নিয়ে যায় মরণ অবধি ?

তুমি কি ফেরাতে পার ? ফেরাতে কখনো তুমি তাকে
কিছুতে পারনা, তাই অন্যমনে কান পেতে আছ
তার পদশব্দে-কাঁপা সম্মোহিত সমস্ত সত্তাকে
জোয়ারে ভাসিয়ে দিয়ে সর্ব্বস্বান্ত রিক্ত গায় বাঁচো।

আসলে কাঙ্ক্ষিত সে-ই। তাই বুঝি কিছুতে শোচনা
জাগেনা। সমস্ত শঙ্কা তৃষ্ণা হয়ে ওঠে ক্রমে ক্রমে
কানে-কানে ইচ্ছা-মৃত্যু দিয়ে যায় তীব্র প্ররোচনা
সফেন উল্লাসে চূর্ণ নদী হতে : সমুদ্র সঙ্গমে।

কিছু নেই তবু

উদ্দাম চুম্বন-সুখ স্ফুরিত অধরে :
সব গল্প হয়ে গেছে।
চিত্রনাট্য-স্মৃতি
কারুকৃতি নিয়ে আজ নেপথ্যে নীরব।
এবং যন্ত্রণা হয়ে পদাবলী-বাতে
ঝরে ঝরে নিঃশেষিত জলের কীর্ত্তনে।

তারপর কিছু নেই। কেউ কোনো খানে
নেই যদি তবে কার সুতীব্র সংরাগ
মনকে উদ্বেল করে স্মৃতিকে মথিত ?
নিঃশ্বাসে প্রশ্বাসে বাজে বিচিত্র দোহারে
সে কার রক্তের ডাক ? নিদ্রিত বাসনা
নিষিদ্ধ ইচ্ছার হয় সুগন্ধ কেতকী
বর্ষার আশ্লেষে ফোটা : কাঁটার ঝংকারে
সুখ-শান্তি বিদ্ধ করে দুঃসহ শায়কে।

কিরাত

নেই তার স্মৃতি কিংবা প্রেম, তার সুতীক্ষ্ণ মনন
ছাড়িয়ে মনের সীমা ছড়িয়ে দিয়েছে অগণন
সূচীমুখ শায়কের তীব্র জ্বালা। নেই এককণা
আবেগের মেঘে মেঘে ধ্রুপদীয় চিন্তার বেদনা
স্বতঃসিদ্ধ প্রেরণায় আবর্তের শক্তি নিয়ে যদি
নৈঃশব্দের বাঁধ ভেঙে হ'ত এক জোয়ারের নদী
কূলে কূলে রেখে যেত মুঠো মুঠো কাঁচা-সোনা ধান
তবে কি শুকিয়ে যেত হৃদয়ের সাজানো বাগান?

নেই তার তৃষ্ণা কিংবা তৃপ্তি। নয় প্রার্থিত প্রবেশ
যৌবনের স্বর্গদ্বারে: অর্গলিত তুজনের দেশ
'অপূর্ণ বাসনা যত তারই নাম স্মৃতি'—সে কী জানে?
'যন্ত্রণার অন্য নাম প্রেম'—নেই তার অভিধানে।
নেই তার শীত নেই তাপ। তাই সমগ্র বিশ্বের
বিশ্রুত অশ্রুর মেঘরাগে সিক্ত বিদগ্ধ গ্রীষ্মের
প্রকৃষ্ট প্রার্থনা নয়। পরিব্যাপ্ত সান্ত্বনা সত্তার
বৃষ্টির নূপুরে নয় বিলসিত উর্ব্বশী-রম্ভার
যৌবন জড়িমা। তাই বন্ধদ্বারে সংশয়ের হাওয়া
কিরাতের মত করে অন্ধকারে তার পিছু ধাওয়া।

ডেকনা আমাকে তোমরা

ডেকনা চম্পক বন, ডেকনাকো হে সুহৃদ-হাওয়া
মেখোনাকো আলিঙ্গনে অনঙ্গের চিতাভস্মশেষ
আবহ-সঙ্গীতে নদী এ তোমার বৃথা দুঃখ গাওয়া
অন্যতর সুরারোপে মুরলী করাও উপদেশ।

অসংখ্য ঋতুর ঝড়ে কক্ষচ্যুত হয়ে বা কী লাভ।
আজন্ম লালিত-মিথ্যা হে আকাশ বিস্মৃত হইনি
ফুলের ধনুকে ছিলা, অছিলায় বসন্ত-বিলাপ
বর্ষার-নাটকে চির-প্রতীক্ষার দূর-উজ্জয়িনী।

এঁকোনা স্মৃতির উল্কি সর্ব্বদেহে তুমি কৃষ্ণচূড়া
কারো কাছে যেতে চেয়ে অন্ধকার দীর্ঘ চোরাগলি
পার হতে চাইনা তো। মৃগ-সুখে কেন তৃষ্ণাতুরা
করে তোল? কাকচক্ষু দীঘি-জলে নেমে তবু জ্বলি।

ডেকনা চম্পক-বন মিছিমিছি ডেকনা আমাকে
গোপন ইচ্ছার কুঁড়ি ফুটবেনা আর মৃত-শাখে।

এই রাত্রি : প্রেম : স্মৃতি

এ-রাত্রি প্রেমের জন্য নয়।   দ্বিপ্রহর যন্ত্রণার
রোমাঞ্চিত রোমন্থন।   বৈকালিক বিশ্রব্ধ আলাপে
ম্রিয়মাণ স্বরে অপস্রিয়মান যে-আলোচনার
অনুল্লেখ অনুভব : অবহিত প্রতি ধাপে-ধাপে
উত্থানে-পতনে ধূর্ত সুকল্পিত বিদগ্ধ চিন্তাব
নির্ভুল প্রয়োগ-শিল্প।   স্বপ্নহীন হৃদয়-বিলাসে
প্রেম-কাম-মৈথুনের পুনঃ পুনঃ ঝংকৃত ধ্বনি ঘোর
সাঙ্গীতিক আঙ্গিকের নিপুণ-প্রয়াসী অভিলাষ।

এ-রাত্রি স্মৃতিরও জন্যে নয়।   স্মৃতি পৌষের আমন
ক্লোরোফর্মের মত শিরা স্নায়ু করে সম্মোহিত
আলোর সোপান বেয়ে পল্লবিত স্বর্ণলতা-মন
সাধ্য হলে শোক-দুঃখ-জরা-মৃত্যু তুচ্ছ করে দিত।

এ-রাত্রি জীবন-মৃত্যু মধ্যবর্তী এক সন্ধিক্ষণে
পিপাসাব শর্ত নিয়ে বসে থাকা প্রায়োপবেশনে।

ছবির যৌবন

শরীরী যৌবন গত, প্রতিচ্ছায়া সগৌরবে হাসে
নির্বাক আলোতে স্থির স্ফটিকের পুষ্পাধারে এক
রজনীগন্ধার ঋতু। অসংখ্য ঝড়ের পূর্বাভাসে
নির্ভয়। সে রূপ-কষ্ঠি মোনালিসা হেসে বলে : 'ঢ্যাখ্
তুইরে বিস্মৃত-মৃত বিকৃত, দেহের অসম্মান
অথচ আমার মধ্যে তোর অহংকার আজো বেঁচে
স্বপ্ন তোর, সত্য তোর, তোর প্রেম দীপ্ত অনির্বাণ
জরার মরার দেশে অমৃতের বৈকুণ্ঠ এনেছে।'
দেখলাম : দেহ হতে অপস্মৃত যৌবনের ছবি
ছবির যৌবন তবু করেছে ও দেহ সমর্পণ
তিল ও তুলসী দিয়ে অনঙ্গকে। আনন্দভৈরবী
সমুচ্ছলা তিলোত্তমা : স্থিরোজ্জ্বল মুখের দর্পণ।

চূর্ণ পদাবলী

১ ॥ প্রাচীন এক গীর্জার স্থির গভীব গম্ভীর মহিমায়
নির্বিকার দৃষ্টির সীমায়
তুমি থাকো। যেন আর অন্য কোন কাজ-ই
তোমার নির্ঘণ্টে নেই। আমি ক্ষুদ্র ঘণ্টা বাজি
তোমার নিস্তব্ধ পাষাণেই,
প্রতিধ্বনি ফিরে আসবে কোনোকালে সে দুরাশা নেই
হৃদয়ের কোণে।
আমার ফুলেরা তাই ধূলো হয় তোমার উঠোনে।

২ ॥ জীবনে কোথাও তুমি নেই...
আদিগন্ত অন্ধকারে আলোকের পটভূমি নেই।
বোঝাপড়া বিবেকে আত্মাতে,
তারপর বয়ে চলা প্রত্যহের অনিবার্য খাতে।
স্মৃতি এক আশ্চর্য বামন!
ত্রিপাদ ভূমির কল্পে অধ্যুষিত করে সারা মন।
দিন-রাত্রি সংঘর্ষ আমার
নির্বোধ পতঙ্গ-প্রেম আলো চায় অন্ধ ত্রিযামার।

৩ ॥ স্মৃতির বেতাল গল্প বলে : রক্ত স্তব্ধ হয়ে শোনে
যেন প্রাণহীন শব বাহিত ইচ্ছার স্কন্ধ-দেশে
প্রথম প্রেমের কাছে তোমাকে আবার কতবার
বার বার ফিরে আসতে হবে বিক্রমাদিত্যেব মত।

অথচ বেতালসিদ্ধ হয়েও নিষিদ্ধ প্রণয়ের
নাগাল পাবেনা। চোখবাঁধা সেই বিখ্যাত বলদ
সংশয়ের বৃত্তে ঘুরবে : তাল লয় পূর্ব-নির্ধারিত
অব্যাহত মাত্রাবোধ। ভাগ্যলিপি অমোঘ অনড়।

৪ ॥ প্রহারে প্রহারে স্বর্ণ-প্রহরেরা ভেঙে গুঁড়োগুঁড়ো
হয়েছ বলিষ্ঠ আশা মানেনি সম্যক পরাজয়।
নৈরাশ্য অতল-স্পর্শী : ঊর্ধমুখী প্রত্যয়ের চূড়ো
জীবন দু'হাতে আনবে নৈবেদ্যর মত বরাভয়।
অথচ বাঁচবেনা কেউ অমৃতের মুমূর্ষু পুত্রেরা
তরঙ্গের মুখোমুখ বাত্যাক্ষুব্ধ যতই দাঁড়াবে…
অগস্ত্য-যাত্রার অন্ধকার হতে আলোকেতে ফেরা
হবেনা মাটির প্রেমে আসমুদ্র অঞ্জলি বাড়াবে।
বার বার মুখো-মুখি ভালবাসা : সামাজিক ভয়
নিরালম্ব হৃদয়ের আযৌবন বিষণ্ণ চীৎকার।
মধুকীর্ণ পুষ্পগুচ্ছে আচম্বিতে সর্পের বিস্ময়,
দৃশ্যের নেপথ্যে প্রশ্ন : হে নিয়তি বল জিৎ কার!

৫ ॥ এবার নিঃসঙ্গে ফেরো
এবার নিঃসঙ্গে ফেরো, সারাদিন রঙীন স্লাইডে
ঢের বিজ্ঞাপন দিলে অধরে নয়নে নিযনের
উজ্জ্বল হরফে। তুমি সবিস্তারে বিস্তর অলীক
প্রসঙ্গে সবার সঙ্গে আপনাকে বিকীর্ণ করেছ।

এবার নির্জনে ফেরো। জনাকীর্ণ যানাকীর্ণ পথ
থেকে ঘরে এস, এসে প্রদীপ জ্বালাও দৃঢ় হাতে
চতুর বিন্যাস ছেড়ে রক্তের নীরব কান্না শোন
সারাদিন পিছু পিছু যে ফিরেছে তাকে টানো বুকে।

উত্তর ফাল্গুন

নির্বাক উত্তুরে আলো দক্ষিণের সদালাপী হাওয়া
এই ঘরে অসংকোচে পাওয়া
যাবেনা সহজে একদিন···
জানালায় নেমে এসে এঞ্জেলিয়া হবেনা রঙীন।
বিনিদ্র রাত্রির অন্ধকারে আর বাঁধবেনা সেতু
স্বাতী-চিত্রা-বিশাখাবা তখন। যেহেতু
একে একে খুলে নেবে বিচক্ষণ প্রবীণ সংসার
প্রেম প্রীতি সংরাগের সব অলংকার
মৃত্যুর ঝাঁপিতে। ক্ষীয়মাণ নিরুত্তাপ
হৃদয়ের সুখ-দুঃখ-লোভ-পুণ্য-পাপ
করবেনা শান্তিকে আড়াল
স্থবিরতা ঠিক জানে কত ধানে কতটুকু চাল।

পূবের বৃষ্টির ছাঁট, পশ্চিমের পরাস্ত সূর্যের
চোরা চাহনির মায়া ফের
ভোলাবেনা। নাড়া দিয়ে কোনমতে সাড়া
অকারণ পুলকের পাবেনা। তাছাড়া
কোনো পাখী, কোনো ফুল কিংবা কোনো মূঢ় প্রজাপতি
নিত্য কর্ম পদ্ধতিতে অতর্কিতে ঘটাবেনা ক্ষতি।
যৌবনের সিঁড়ি গুলো একে একে করি অতিক্রম
ভাল লাগা মনে হবে : শুধু স্বপ্ন-মায়া-মতিভ্রম।

সর্ব্বনাশের আলোয়

সর্ব্বনাশের আলোয় রাঙা চৈত্রমাসের নেশা
জয়োদ্ধত কৃষ্ণচূড়ার অহংকারে মেশা
রাতকে করে দিন সে আমার দিনকে করে রাত
গড়া হলনা বাসর কিংবা ধরা হলনা হাত ।

পাহাড় থেকে নামলো নদী নদীর থেকে ক্রমে
ভালবাসার স্বাধীনতায় সমুদ্র-সঙ্গমে
লক্ষ্য দূরে রইল উপলক্ষ অন্বেষণ
নেওয়া হলনা প্রতিশ্রুতি দেওয়া হলনা মন।

এবং যত স্বপ্ন ছিল অগ্রিম উল্লাসে
ছড়িয়ে দিল আবেগ আবেশ রোদ্দুরে ফুল ঘাসে
ভীড়ের মধ্যে ভিড়িয়ে দিলে জনশ্রুতির টানে
জানা হলনা গোপন কথা শোনা হলনা মানে।

আলোর জানালা

জীবন তেমনি থাকে নিয়ে তার লঘু গুরু কথা
উত্তমর্ণ দিন নিত্য কর্কশ পয়ারে যায় আসে
লতানো গোলাপ ডাল ছেয়ে ছেয়ে উজ্জ্বল উষ্ণতা
তির্যক ভঙ্গীতে হয় রেখাচিত্র জানালার পাশে।

তুমি সে জানালা নাকি ? একমাত্র যে জানালা দিয়ে
কত প্রিয় প্রসঙ্গের ঋতুরঙ্গ পদাবলী গীতে :
শব্দ-স্পর্শ-গন্ধময় বেদনাকে রাঙিয়ে রাঙিয়ে
ক্লান্তিকে সুসহ কর : নক্ষত্রের সমুদ্র ব্যাপ্তিতে।

সমস্ত দুয়ার বন্ধ। ঝড় বৃষ্টি আসেনা কিছুই
এ-বন্দী দশার দুর্গে বিমর্ষ কান্নার ডানা মেলি
নিদ্রার নিগড় ভেঙে আকাশের ইন্দ্রধনু ছুঁই
শোণিতে জ্বালায় আলো টবে ফোটা স্মৃতির চামেলি।

একই ছবি জ্বলে

আসন্ধ্যা-সকাল একই ছবি জ্বলে একই কান্না শুনি
কবন্ধ খেজুর গাছে প্রেতিনী ছায়ারা নৃত্যপরা
অজ্ঞাত গাভীর মৃতদেহ-গন্ধে উন্মাদ শকুনি……
আসন্ধ্যা-সকাল সেই এক ছবি এই সসাগরা
ধরণীর বুক জুড়ে। নতুন ছবিকে জন্ম দিতে
বিবিক্ত হৃদয় সীতা হল : দীর্ঘ অশোক কাননে
উদ্বাস্তু স্মৃতিরা উদ্ব্যস্ত হানা দেয় অতর্কিতে,
দাঁড় টানি—দাঁড় টানি অক্লান্ত দু'হাতে ক্লান্ত মনে।
তবু দূরে যেতে পারি ? অতিক্রান্ত বাসনা আমার
আলোক সঞ্চারী প্রেমে আমন্ত্রণ আনেনা ঘরের
চিন্তার নিয়মে একই ছবি জ্বলে নেভে বারবার
প্রেতের চীৎকারে কণ্ঠ বেজে ওঠে মূঢ় ঈশ্বরের।

কোথাও নক্ষত্র নেই

কোথাও নক্ষত্র নেই।   সুসজ্জিত উষ্ণ কফিখানা
রঙীন পোষ্টার-লগ্ন নরনারী চুম্বনে নিবিড়
সোপ্রানোয় বেজে ওঠা বৈদেশিক সঙ্গীতের মীড
অসতর্কে ঢোকা দ্যায় নিষিদ্ধ কক্ষের বন্ধদ্বারে
রক্তের জোয়ারে ঝড় : দিক চিহ্নহীন অন্ধকারে
ডুবে ধ্রুবতারকাকে খুঁজে খুঁজে হারাই ঠিকানা।

কোথাও নক্ষত্র নেই।   নিয়নের স্ফুরিত-নিশীথে :
পথচারী পথিকের লোলুপ দৃষ্টির বেয়নেটে
টপলেস নায়িকারা বিদ্ধ হয়ে হেসে পড়ে ফেটে
টুয়িষ্টের ভঙ্গিমায়।   নক্ষত্রের আকাশ চুম্বিনী
আলোর অরণ্য কই ? বেথলেম অযোধ্যা লুম্বিনী
সমস্ত কুয়াশাচ্ছন্ন।   তারাহীন কী গ্রীষ্মে, কী শীতে।

ভালবাসা ভুলে গেছি

ভালবাসা ভুলে গেছি।   ঝড়ের সমুদ্র মনে নেই
দিগন্তের উড়োপাখী পৃথিবীর কোনো বনে নেই।
ঘূর্ণীজল থেমে গেছে :   ভেসে ওঠা চোরাবালি পাঁকে
পদ্মের মতন প্রেম ফোটাতেও পারেনি আত্মাকে।

ভালবাসা ভুলে গেছি।   মনের আকাশে ইন্দ্রধনু
শেষবার মুছে গেছে হারিয়েছে জলদর্চ্চিতনু
ধূসর দিগন্তে।   তাই কোনো তারা দূরে বা নিকটে
জ্বালাতে পারেনি স্মৃতি যন্ত্রণার নীল বক্ষপটে।

ভালবাসা মরে গেছে জন্ম দিয়ে নিঃশব্দে ঘৃণার
সংশয়ের বুক ফুড়ে প্রত্যয়ের আলোক-মিনার
জীবনের অন্তপটে উন্মোচিত করা মুহূর্ত্তের
স্বপ্নে কেন সুর দিতে সেই মুখ নিয়ে আসে ফের ?

সমস্ত বিস্রস্ত স্বপ্ন

সমস্ত বিস্রস্ত স্বপ্ন : যা কিছু বিন্যস্ত স্বচ্ছ ছিল এ ঘরের
অগণিত সদাশয় বান্ধবের সদয় সম্প্রীতি।
অলৌকিক ভালবাসা ভাষার অলীক কারুকৃতি
হয়ে গেছে : গল্পকথা কল্পনা-বিলাসী প্রহরের।

খণ্ড খণ্ড যন্ত্রণার খাণ্ডবদাহনে জ্বলে জ্বলে
খাপছাড়া জীবনের হাঁফছাড়া মুহূর্ত্তকে গড়ি
পাণ্ডুর চাঁদের চোখে মমতার পাণ্ডুলিপি পড়ি
রহস্য-রভস-রস পেতে চাই অনিলে-অনলে।
প্রতীক্ষায় প্রতিক্ষণ কণ্ঠাগত : গীতহীন গতি
সর্ব্বনাশা যৌবনের সর্ব্বগ্রাসা স্নায়ুর ক্ষুধারা
যূথবদ্ধ। বসুধার শুষ্কবক্ষে ক্ষীণ বসুধারা
সুধার কলস থেকে দিতে চাওয়া : ব্যর্থ আত্মরতি।

যেহেতু অচ্ছোদে নেই স্বচ্ছতর জলের দুরাশা
পরিণামে শূণ্যতাই। যত ফেলি নবরঙ্গে পাশা।

অসঙ্গত

আমার উঠোন ঘিরে যত বাঁধি কাঁটা-তারে বেড়া ..
যত টানি সীমিত পাঁচিল
এবং উদ্দাম সমুদ্রের ডাকে কিছুতেই ফেরা
হবেনা সংকল্প রাখি।   তবু অনাবিল
নীলকান্ত মরীচিকা গাঢ়দ্যুতি তীব্র সমুজ্জ্বল
সমুদ্র আমাকে টানে।   অতলান্ত শঙ্কাব তিমিরে
আলোর স্মারকে !   ঘনবদ্ধ রক্ত গোলাপের দল
সৌরভে-কণ্টকে ফোটে।   বিবেকের আশ্রয়-শিবিরে
দস্যু-প্রেম হানা দেয়।   মধ্য দিনে উল্কার আবেগ
আগ্নেয়-রেখায় ছেঁড়ে :   সুসম্বদ্ধ বর্ণালীর মেঘ।

ইচ্ছাকে ফেরাতে চাই : নিষেধের উদ্যত তর্জ্জণী
বাঁশরীর মুদ্রা হয়ে সাধে ঘর ছাড়াবার ধ্বনি।

ফুরোনো ফাল্গুনে

পুরোনো গল্পের মত ঘুরোনো স্মৃতির মই বেয়ে
অপূর্ণ ইচ্ছারা হয় অভিসারী। তোমাতে-আমাতে
ভোরের শিশির ভেবে রাত্রির কুয়াশা হাতে পেয়ে
আপাত-আনন্দে মগ্ন : একসঙ্গে চলাতে-থামাতে।

ফুরোনো ফাল্গুনে দ্যাখো মুড়োনো শিমুল গাছ জুড়ে
আকাঙ্ক্ষার অগ্নিকাণ্ড। জলে স্থলে বিপুল বিস্ময়
বেদনা জাগাতে চেয়ে হৃদয়কে মরা খুঁড়ে খুঁড়ে…
রুদ্ধশ্বাসে জেগে ভাবা প্রতিপলে কী হয়! কী হয়!

অথচ হয়না কিছু। ঘুরে ফিরে ওঠা আর নামা
এগিয়ে পেছিয়ে হাঁটা নিরুদ্বেল চিত্তে আনাগোনা,
প্রথম সপ্তক ছুঁয়ে দীর্ঘ মীড়ে যায়নাতো থামা
মধ্যপথে। ফিরে আসা কেন্দ্রবৃত্তে। সবই জানাশোনা।

ফুরোনো ফাল্গুনে মিথ্যে শিমুলের স্পর্ধাকে মুড়োনো
জুড়োনো হৃদয় নিয়ে ভস্মীভূত ইচ্ছাকে কুড়োনো।

সে হীরে কোথাও নেই

আকাশে তাকিয়ে দেখো পাবেনা শাশ্বত সেই হীরে
যে-হীরে হৃদয়ে জ্বলে।   মাটিতে বা বহমান জলে
সন্ন্যাসী-আলোয় কিংবা রঙ্গনটী রাত্রির তিমিরে
নিঃসঙ্গ পথের প্রান্তে : সৌহার্দ্যের ময়ূর-মহলে।

সে-হীরে কোথাও নেই।   মাটিতে-আকাশে দেখ খুঁজে
হাত বাড়ালেই পাওয়া যেত সেই পদ্মরাগ যদি
অকারণে বসাতেনা জীবনের বিবর্ণ গম্বুজে
সারি সারি কাঁচ খণ্ডে বেলোয়ারি-মিথ্যা নিরবধি।

দুচোখের বাতিদানে কৌতুহলী দৃষ্টির দীপালি
যতই উজ্জ্বল হোক অন্বেষণে : পাবেনা—পাবেনা
সময়ের রত্নাকর ফেলে গেছে শুধু ধুলোবালি
যেহেতু সহজ নয় অভিজ্ঞান অঙ্গুরীয় চেনা।

স্মৃতির মাথুর

তুমি দূর সমুদ্রের তীরে
অথচ এখানে ঘুরে ফিরে
স্মৃতির খেলনা নিয়ে আমি থাকি স্বপ্নভারাতুর
চেতনায় বিষণ্ণ মাথুর :
আখরে দোহারে কেঁদে কেঁদে পুনরপি
বলে যায় : 'বসন্ত-বিটপী
সমস্ত নিষিদ্ধ ইচ্ছা ফুল রূপে ঠিক এনে দিলে
এবারো।' তুমিই ছবি হয়ে গেছ আমার টেবিলে।

শুধু পটে লিখা

তুমি কি কেবলি ছবি, কাঁচ-ঢাকা টেবিলের'পরে ?
অচল ঘড়ির মত সময়ের বহতা অন্তরে
কাটোনা আঁচড় ? তুমি ঈর্ষা-ভয় হাসা-কাঁদা-প্রেমে
আলোড়িত নও আর ? তুমি ছবি শুধু বাঁধা ফ্রেমে
অথচ তোমার দৃষ্টি মৃত নয়, সেখানে অমৃত
এখনো রেখেছ ধরে। আজো তার তৃষ্ণা মেটেনিতো
তুমি ছবি ? তবে কেন এখনো দুর্বার আকর্ষণ ..
ঠোঁটের ধনুকে করে অন্তহীন কী মোহ বর্ষণ।
বিনিদ্র রাত্রির বুকে আমি এক শরবিদ্ধ পাখী।
কোথায় পালাব বল পার হতে স্মৃতির সীমা কি
পেরেছি কখনো ? তবু লোকে বলে ছবি শুধু ছবি !
তুমি তার বেশী নও। এ হৃদয় কেন মধুলোভী
ভৃঙ্গ হয়ে যেতে চায় ? তুমি যদি কাগজের ফুল
নৈঃশব্দের বৃন্তে বাঁধা ? রূপে-রঙে আবেশে আকুল
এবং উন্মুখ হয় নিঃশেষিত যন্ত্রণায় মন
ব্যথার সমুদ্রে তুমি কী নির্জ্জন দ্বীপের মতন !

সিন্ধু স্বাদ

হুবহু তোমার মত কেউ নয়ঃ বিদ্রূপে বাঁকানো
ভুরু দুটি দেখি যদি চোখোচোখি চকিতে তাকানো
অনন্য-ভঙ্গিমা সেই অন্যকারো, বুকের সৈকতে
ঢেউ ওঠে ঢেউ পড়ে ঢেউ ভাঙে পঞ্চমে-ধৈবতে
তুনে ও চৌতুনে। অতর্কিতে কারো হাসির নিক্কণ
শিহর জাগায় রক্তে আর মুগ্ধ করে ঠিক মন।
তারপর ফিরে আসি সামাজিক ভদ্রতায় ফের
আপ্রাণ প্রয়াসে টানি ক্লান্তিকর সংলাপের জের।

হুবহু তোমার মত কেউ নয়, পারবেনা হতেও
কোনোকালে, মনে মনে স্থির জানি তবু তা সত্ত্বেও
যদি দেখি কারো চোখে-মুখে সেই মৌন আকুলতা
সম্মোহিত হয়ে যাই—নয় নয় একটুও ভুল তা'।
এবং আবারো মন আচম্বিত আকর্ষিত হয়
তোমার চুম্বকেঃ সিন্ধু-স্বাদে এক বিন্দুতে তন্ময়।

মনের পুরোনো বাক্স

দেখনি রৌদ্রের জ্বরে পৃথিবীর স্নায়ুর স্পন্দন
দ্রুততর হল আজ ? বনগন্ধী হাওয়ার চন্দন
রাত্রি মুছে নিয়ে গেছে।
ঝাঁঝালো আস্বাদ চোখে-মুখে
মেখে নিয়ে এ-সকাল শয্যাশায়ী কঠিন-অসুখে!
সে-অসুখে আমাদেরো প্রাত্যহিক ঘড়ি দেখে-চলা
পদাতিক চেতনা-ও অকস্মাৎ হয়েছে উতলা।

মনের পুরনো বাক্স হাঁৎড়িয়ে কীটদষ্ট-স্মৃতি
বাইরে এনেছি টেনে—শতচ্ছিন্ন প্রীতির প্রতীতি।
বর্ণহীন বাসনার নয়ন-ভোলানো রূপাকার
বিগত বসন্তে—স্বপ্নসাধ ম্লান-দ্যুতি স্তূপাকার
অপব্যয়ী যৌবনের স্মৃতিচিহ্ন বিস্মৃত-জঞ্জালে
সমাচ্ছন্ন। অতীতের বর্ণোজ্জ্বল ইচ্ছার কঙ্কালে
হৃত লাবণ্যের মৃত অবশেষ।
তবুও তো স্থির
দৃষ্টির আরতি করি। তার ঐ বিকৃত শরীর
পুষ্পমাল্যে বিভূষিত। জীবনের বিচিত্র সৌরভ
হৃদয়ের পাত্রে নিয়ে স্পর্শ করি বেদনার শব।

সূর্যের অন্তরঙ্গ

খরকর তাপ দাও প্রাণপদ্মে হে সূর্য আমার
সহিষ্ণু শীতল রক্তে পুঞ্জপুঞ্জ বহ্নিকণা আনো……
আমি হব সূর্যতপা, আমি হব সূর্য-সোহাগিনী
সাবিত্রী পৃথিবী।
ভুলে যেতে দাও ব্যাধি-মৃত্যু-জরা।
রক্তে ঝংকারিত দীপ্ত ছয়রাগ-ছত্রিশরাগিনী।
হৃদয়ের মণিচক্রে আবর্ত্তিত হোক মধুক্ষরা
সৌর নাম লক্ষবার। সূর্যমুখী সৌকর্যে সাজানো
ঋতুর সম্ভার উন্মোচিত। তিমিরান্ধ ত্রিযামার
কালরাত্রি অবসিত। দাও ঋণ রৌদ্র রক্তাভ
আমি প্রতিশ্রুত : সব মৃত্যুকালে শুধে দিয়ে যাব।

কখনো ফুলের গন্ধে মুগ্ধ হই, কখনো ফলের
আস্বাদে প্রলুব্ধ, চাই নিরন্তর যুগ্ম ফসলের
কল্পতরু। আমি এক অনিশ্চিত পাখীর স্বভাবী
নিষিদ্ধ ইচ্ছায় প্রতিহত করি আজন্মের দাবী।

কখনো মেঘের শব্দে বিদ্ধ হই। কখনো বৃষ্টির
চকিত আশ্লেষে স্বতঃসিদ্ধ হয় আবহ সৃষ্টির
নিপুণ-প্রয়াস। মন যেন এক প্রমত্ত দাহুরী
গানের নেপথ্যে : কীটপতঙ্গের জন্য ঘোরাঘুরি।

বিকল্প

আমার ঘরে বসে খুঁজি উঠোন
উঠোনে নেমে খুঁজি অরণ্য
হৃদয়ে মৃত্যুর বিস্ফোরণ
শরীরে উর্ব্বর বসন্ত।

তোমার ধ্রুপদীয় বিস্তারের
অন্তে নাড়ি-ছেঁড়া টপ্পা গান
শীতল পাটি নয় চন্দনের
শয্যা হল চির বহ্নিময়।

আমি তো তীর থেকে খুঁজি তরী
তরীতে উঠে চাই সমুদ্র
বহির্দ্বারে প্রেম রুদ্ধবাক
ভিতরে যন্ত্রণা অনর্গল।

স্মৃতির ময়ূর

সারাদিন জল ঝরে, জল ঝরে পড়ে
আকাশ তবু কী নিঃস্ব হয় ?
বিরহের স্বরলিপি খোঁজে বিশ্বময়
বুক-ভাঙা-বেহালার সকরুণ ছড়ে।

জল ঝরে। ছায়া দোলে সার্শির বুকে
অতি পরিচিত চোখ মুখের আদল
ভাঙে-গড়ে পাশাপাশি আর্শিব বুকে
ডেকে আনে মেঘে-ঝড়ে ব্যথার বাদল।

জল ঝরে মনে-মনে-ব্যথার মতন
উতলা হাওয়ায় বাজে রিমঝিম সুর
মেঘে মেঘে মুখোমুখি কথোপকথন
একে একে পাখা মেলে স্মৃতির ময়ূর।

প্রথম আষাঢ়ে

প্রথম আষাঢ়-দিনে মনে হয় কী সুদূর তুমি।
পুষ্প-খচিত বৃক্ষ, বৃক্ষ-খচিত বনভূমি
বকুল বিছানো পথ, শূন্য সব। কোথায় মিলালো
স্মৃতির পুষ্পক রথ? তবু কী আশ্চর্য আলো জ্বালো
রক্তের মন্দিরে। যেই প্রথম আষাঢ় ফিরে আসে
মন-কেমনের গন্ধ মেলে দিয়ে কেতকী-নির্যাসে।

কাটা ফিল্মের টুক্‌রো, ফাটা রেকর্ডের শব্দ নিয়ে
দৃশ্যময় স্বরে শুনি অবিরাম ইনিয়ে-বিনিয়ে
হৃদয়ের মূঢ় কান্না—সব ছেপে আর সব ব্যেপে
স্বরবিদ্ধ যন্ত্রণায় জীবনের স্থূল অবলেপে
সান্ত্বনার সুশীতল স্পর্শ আনে ঋতুর মৌশুমী
স্মৃতির রুমাল ওড়ে মেঘে মেঘে জান নাকি তুমি?

পলাতক মেঘ

অঝোর ঝরণ বর্ষা কোথাও নেই প্রাণে, নেই গানে,
হৃদয় যেন রৌদ্র-পোড়া মাঠ।
ঘুমের মধ্যে জলের শব্দ শুনি
বর্ষা নামুক মুষল ধারায় ওইখানে, এইখানে
মত্ত শাখায় শাখায় লাগা হাওয়ার পাখসাট
শুনতে পাব হয়ত বা এক্ষুণি।

আষাঢ় গেল শ্রাবণ গেল, ভাদ্র মাসের জের
টানলো নারে অভীষ্ট আশ্বিন ...
কইরে আমার বৃষ্টি এল কই ?
মরল কুঁড়ি, ঝরল পাতা আশার আনন্দের
মৃত্যু হল। এবার-ও চাষ-হীন
বন্ধ্যা-মাটির ইচ্ছারা সংশয়ী।

কোন আকাশে পালালো মেঘ সে-ই জানে, সেই জানে
হৃদয় হ'ল রৌদ্র-ফাটা মাঠ
কী আশ্বাসে আবারো দিন গুনি।
লাগুক শরীর মনে আমার একটু জলের ছাঁট
জীবন্মৃত হয়ে বাঁচার নেই মানে, নেই মানে—
রক্তে অঝোর জলের শব্দ শুনি।

রোগ শয্যায়

মুঠো মুঠো তাজাফুল বদ্ধঘরে বাসি বিছানাতে
কখন গিয়েছো রেখে আরোগ্যের শুভেচ্ছা জানাতে
অথচ বলনি কিছু।
নিদ্রিত ছিলাম শয্যাতলে
কৃতজ্ঞতা চেয়ে নিতে কোনো ছলে অথবা কৌশলে
পাতনি অঞ্জলি
তাই, তুমি চুপি চুপি এসেছিলে
মনে মনে তোমাকেই ডেকে বলি : জানি যত দিলে
নির্ম্মল প্রীতির স্পর্শ, হৃদ্যতায় না বলা কথার
অপার রহস্যরসে পরিবৃত সে-নীরবতার
অশ্রুত রাগিনী বুনে রেখে গেছ।
তাকে মনে মনে
কেবলি বাজাই সুরে অকারণে বিনা প্রয়োজনে
বিষণ্ণ বিস্ময়ে।
আর একা একা শুয়ে শুয়ে ভাবি
অসুখের সুখে ডুবে : ছিলনাতো সামাজিক দাবী
বদান্যতা করে তাই নাসপাতি কিংবা মুসাম্বির
প্রচলিত প্রথা বয়ে আনোনিকো।
নির্জ্জন হাম্বির
বাজালো কোমল ছন্দে সখ্যতার নম্র দিলরুবা
প্রাণের গভীর সত্যে।

ডালা ভরে পাঠাতে নতুবা
ফলের প্রত্যাশা নিয়ে গুচ্ছ গুচ্ছ নীলাভ আঙুর
গোলাপী আপেলে ভরে স্বাধিকার মত্তার সুর।

আলতো আলোর মত ছড়িয়েছ বালিশের পাশে
প্রচ্ছন্ন মমতা শুধু : ভরে দিতে নিরস্ত আশ্বাসে।

তারপর ফিরে আসি

মাঝে মাঝে ছুঁয়ে যাও, সমস্ত প্রদীপ জ্বলে ওঠে
সব-দ্বার খুলে যায়। ন্যাড়া গাছ ভরে ফুল ফোটে :
বর্ষার ছোঁয়া লেগে কাঁপে হৃদয়ের ঝাউ-বন।
মালবিকা কাননের কণ্ঠে গাওয়া ঠুংরির মতন…
হাওয়ায় হাওয়ায় বাজি। আকাশে নক্ষত্র হতে চাই
তারপর ফিরে আসি : দগ্ধীভূত একমুঠো ছাই।

অবিস্মরণীয়েষু

(রবীন্দ্রনাথকে নিবেদিত)

অন্ধকার ঘরে
বারোমাস ভুগে মরি জীবনের জ্বরে।
হাজারো ঝঞ্ঝাট নিয়ে হই ঝালাপালা
অকস্মাৎ খুলে যায় সারি সারি আলোর জানালা
যখনি এ হাতে আসে তোমার আশ্চর্য কোনো বই—
: উদ্ভাসিত হই।

জীবন অমৃত নয়। যোগফল অসংখ্য মৃত্যুর
তুমি তাতে লাগালে কী মধুবন্তী সুর।
মধুময় করে দিলে বারবার পৃথিবীর ধূলি…
তোমাকে কী করে বল ভুলি।